দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

110

উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

দু' হাজার পাঁচ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বহুল ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগোচ্ছে কি উত্তরাঞ্চল? প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের হিসেব মতে এই অঞ্চলে লক্ষাধিক শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুল ত্যাগ করেছে। এই লক্ষাধিকসহ প্রায় পাঁচ লাখ শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। হিসের অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৬ বছর হতে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৫১ লাখ ৬৮ হাজার ৩শ' ৪৯। এর মধ্যে ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮শ' ১৯টি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি। ভর্তি হওয়ার পর এক লাখ ১০ হাজার ৩শ' ৩০টি শিশু দু' হতে তিন মাসের মধ্যে ঝরে পড়ছে। শিক্ষা বিস্তারের এত ঢাকঢোল, প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ, সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে স্থাপন, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার, ঢালাওভাবে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে বৃত্তি প্রদান এবং সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এনজিওদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা - এই সমস্ত কিছু গোটা উত্তরাঞ্চলে কি হলো বা কৈ গেল এ প্রশ্নই এখন দেখা দিয়েছে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্যই মূলত খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং এনজিওদের কার্যক্রম চালু হয়। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে প্রায় পাঁচ লাখ শিশুর স্কুলে না যাওয়ার সংগৃহীত তথ্যে আমরা উদ্বিগ্ন।

উত্তরাঞ্চলের অভাবী এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র যথার্থই করুণ। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পরিবেশিত তথ্য উল্লেখ করলে শুধু এই লেখার কলেবরই বেড়ে যাবে। তাই করুণ যে বলেছি সেটাই যুক্তিযুক্ত। যমুনা, তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র নদীর দুর্গম চরাঞ্চলের ৪৫ ভাগ শিশু স্কুলে যায় না। এরা চিরাচরিত ধারায় শিশু শ্রম দিয়ে যাচ্ছে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তাহলে কি বলব, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের যাবতীয় কর্মসূচি আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক চিত্র কি তারই দৃষ্টান্ত? প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সংগৃহীত তথ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে, উত্তরাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, যথাসময়ে স্কুলে না আসা এবং ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট নজর না দেয়ায় সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়েই হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা ও নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ার জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম অভিভাবকদের হাতে পৌঁছুচ্ছে না। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাদের কার্যালয় এক্ষেত্রে কি দায়িত্ব পালন করছেন তা আমাদের জানা দরকার। উত্তরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তাই নিয়েই লিখছি। কিন্তু দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের চিত্র কি কমবেশি একই রকম নয়? এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এবং ঢিলেঢালা অবস্থার যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। শুধু বদলি এবং তার বিনিময়ে টুপাইস ক্যামানোই বলা যায় প্রায় জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ। কোন তদারকি নেই এবং শিক্ষকদের অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উদাহরণ নেই।

উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র আমরা পেলাম, ঝরে পড়ার যে তথ্য জরিপে এসেছে এবং প্রায় ৫ লাখ শিশু যে স্কুলে যাচ্ছে না তা খতিয়ে দেখতে এবং আশু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।